আখচাষে চাষিদের যে সকল সহায়তা প্রমাণ করা হয় তা নিম্নরুপ

১) উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে আখের ফলন সর্বোচ্চ করা যায়সে বিষয় আখচাষি ভাইদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২) আখচাষি ভাইদের সার্বক্ষনিক পরামর্শ প্রদান , বিভিন্ন উপকরণাদি সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি ইউনিট একজন করে ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী নিয়োগ দিয়ে সেবা প্রদান করা হয়।

৩) চাষিদের আখ তাদের এলাকা থেকে ক্রয় করার জন্য সবার সম্মতিতে গ্রহণযোগ্য স্থান (এলাকা)-এ ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

৪) ইক্ষু উন্নয়ন সহকারির মাধ্যমে চাষিদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে আখ চাষের বিভিন্ন উপকরনদি (সার, কীটনাশক, বীজ) ঋণের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

৫) আখ রোপণের জন্য নালাকাটা, আখের জমিতে সেচ প্রদানের জন্য আখ চাষিদেরকে নগদ টাকা চাষ (ঋণ হিসাবে) প্রদান করা হয়।

৬) রোপা পদ্ধতিতে আখচাষ করলে এবং পদ্ধতিগতভাবে মুড়ি আখ আবাদ করলে সরকারিভাবে ভর্তুকি প্রদান করা হয় ।

৭) আখচাষের সাথে সাথী ফসল (আলু, পেয়াজ, রসুন, মশুর, সরিষা, কালজিরা, তিশি, ফুলকপি, বাধাকপি ইত্যাদি) চাষ করাকে উৎসাহিত করার জন্য রোপা আখচাষের সাথে সাথী ফসল করলে অতিরিক্ত টাকা ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করা হয়।

৮) চাষিররা যেন তাদের সরবরাহকৃত আখের সঠিক ওজন পায় , সেজন্য ইক্ষু ক্রয় ক্রন্দ্রে ডিজিটাল ওজন যন্ত্র স্থাপন কাজ চলছে।

৯) এক জনের পুর্জি (কেন্দ্রে আখ সরবরাহ করার অনুমতি রশিদ) যেন অন্য কেহ নিতে না পারেন সে জন্য পুর্জি প্রাপ্তির খবর চাষির মোবাইল নাম্বারে SMS-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। পুর্জি প্রাপ্তিতে কোন সমস্যা হলে চাষি চাইলে নেটের সাহায্যে পুর্জি সংগ্রহ করতে পারেন।

১০) ই-গেজেটর মাধ্যমে বর্তমানে চাষি ভাইদের পুর্জি দেয়া হচ্ছে। চাষি ভাই ইচ্ছে করলে জেনে নিতে পারেন কোন কোন তারিখে তিনি পুর্জি পাবেন । মাড়াই মৌসুমব্যাপি প্রতিটি চাষির পুর্জি গেজেটে সাজানো থাকে।

১১) আখচাষি ভাইদের এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত এবং তৈরির কাজ মিল থেকে করা হয়।

১২) স্কুল , কলেজ এবং মাদ্রাসায় আর্থিক অনুদান দিয়ে চাষি ভাইদের ছেলে/মেয়েদের পড়াশোনায় সহায়তা প্রদান করা হয়।